গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় মহিলা সংস্থা
১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম এর ই-মনিটরিং এর রিপোর্ট

ই-মনিটরিং এর তারিখঃ ০৩-০৫-২০২১খ্রিঃ

ই-মনিটরিং এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবীঃ এ.কে.এম ইয়া হিয়া, কর্মসূচি পরিচালক।

ই-মনিটরিং এ অংশগ্রহণকৃত অফিস/প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমঃ গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়)
জেলা কার্যালয়ঃ টঙ্গী ডে-কেয়ার সেন্টার গাজীপুর জেলা কার্যালয়।

এপিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদনসূচকঃদিবাকালীন সেবা প্রাপ্ত শিশু
ই-মনিটরিং এ পরিদর্শনকৃত/পরিলক্ষিত বিষয়সমূহঃ

১। জনবলের বিবরণ: কর্মসূচির অনুমোদিত দলিল মোতাবেক নিম্নোক্ত জনবল কর্মরত রয়েছে-

ক) মরিয়ম সরকার - ডে-কেয়ার ইনচার্জ।
খ) স্মৃতি - শিক্ষিকা।
গ) আয়মেনা - আয়া
ঘ) তারেক - সিকিউরিটি/নাইট গার্ড।

২। সুবিধাভোগী শিশুদের গড় সংখ্যা:
গড় উপস্থিতি ৩০ জন।

৩। কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুলাই/২০২০ থেকে মার্চ/২০২১ পর্যন্ত উক্ত কেন্দ্রে পিপিএনবি অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ১১,২৩,০২১/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১১,২৩,০২১/- টাকা। ব্যাংক স্থিতি ২২৭.২৫ টাকা। কর্মসূচির মোট খাতওয়ারী প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে যথাযথভাবে খাতওয়ারী ব্যয় করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সুপারিশ/মন্তব্যঃ

সংস্থার আওতায় প্রতিটি জেলায় ভবিষ্যতে আরো ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন/বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়া বাচ্চাদের আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৫০ উন্নীত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। একই সাথে জনবল নিয়োগে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য ডে-কেয়ার সেন্টারের সাথে সমতা করা হলে অধিকসংখ্যক কর্মজীবী মহিলা এ ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে উপকৃত হবে। ডে-কেয়ার সেন্টারে খেলার সামগ্রী রয়েছে। তবে শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী আরও কিছু খেলনা সরবরাহ করা যেতে পারে। ডে-কেয়ার সেন্টারে খাবারের মান ভালো বলে প্রতীয়মান হয়। তবে খাদ্য সরবরাহকারীর নিকট থেকে শিশু খাদ্য প্রাপ্যতা অনুযায়ী বুঝে নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া

হলো। শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য কর্মসূচি পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। বর্ণিত অবস্থায় নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

১) ডে-কেয়ার সেন্টারের রুমসমূহের হাইজিং ওয়াশ করতে হবে।

২) স্বাস্থ্যবিধি মেনে একটু দুরে দুরে বাচ্চাদের ঘুমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) ডে-কেয়ার সেন্টারে সেবাগ্রহীতা শিশুদের একটি নামের তালিকা ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে।

৪) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এধরণের শিশুদের বিকাশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তা ব্যাপক প্রচারণা করতে হবে।

(এ.কে.এম ইয়া হিয়া)
কর্মসূচি পরিচালক
গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের
সন্তানদের
জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়)
ফোনঃ ০২২২২২২১৩৫৭।